34630 - ঈমান বল্লিাহ বা আল্লাহর প্রতি ঈমান বলতে কী বুঝায়

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আল্লাহ্র প্রতি পরপিূর্ণ ঈমান বাস্তবায়নরে ফজলিত সম্পর্কে আমি প্রচুর পড়ছে,ি অনকে শুনছে।ি আল্লাহর উপর ঈমান আনা বলতে কী বুঝায়; তা যদি একটু বস্তিারতিভাবে তুলে ধরনে যাতে আমি পূর্ণ ঈমান বাস্তবায়ন করতে পারি এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীবর্গরে আদর্শ বরিোধী সবকছিু থকেে দূরে থাকতে পারি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার অর্থ হলো- "তাঁর অস্তত্বিরে প্রতি দৃঢ় বশ্বিাস স্থাপন করা। কোন সন্দহে সংশয় ছাড়া এ বশ্বিাস স্থাপন করা য-ে তনিি একমাত্র প্রতপিালক (রব্ব), তনিি একমাত্র উপাস্য (মাবুদ) এবং তাঁর অনকেগুলো নাম ও গুণ রয়ছে।ে" সুতরাং আল্লাহ্র উপর ঈমান চারটি বষিয়কে শামলি করে। যে ব্যক্তি এই চারটি বষিয়কে বাস্তবায়ন করব,ে তনিি প্রকৃত মুমনি হসিবেে ববিচেতি হবনে।

প্রথমত: আল্লাহ্র অস্তত্বিরে প্রতি ঈমান আনা: ইসলামী শরয়িতরে অসংখ্য দলীল যমেন আল্লাহর অস্তত্বি প্রমাণ করে তমেনি মানুষরে ববিকে-বুদ্ধি ও সাধারণ প্রবৃত্তি দ্বধিাহীনভাবে আল্লাহ্র অস্তত্বিরে প্রমাণ সাব্যস্ত কর।ে

১. আল্লাহ্র অস্তত্বিরে ব্যাপারে মানব ফতিরতরে বা প্রবৃত্তরি প্রমাণ: প্রতটিি সৃষ্টইি স্বপ্রণোদতিভাবে তার স্রষ্টার প্রতি বশ্বিাসী হবে -এটাই যৌক্তকি। এ জন্য সুগভীর চন্তিা বা সুদীর্ঘ গবষেণার কোন প্রয়োজন নইে। সৃষ্টমিাত্রই এ স্বাভাবকি সুস্থ প্রবৃত্তরি উপর টকিে থাকব,ে যতক্ষণ না তার অন্তরে এমন কোন ভ্রষ্টতা প্রবশে কর,ে যা তাকে এ থকেে অন্য দকিে ঘুরয়িে দয়ে। এ জন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেনে, "প্রতটিি নবজাতক তার স্বাভাবকি প্রবৃত্তরি উপর জন্মগ্রহণ কর।ে অতঃপর তার পতিা-মাতা তাকে ইহুদী বানায়, খ্রস্টিান বানায় বা অগ্নপিূজক বানায়।"[বুখারী, ১৩৫৮ ও মুসলমি, ২৬৫৮]

২. আল্লাহ্র অস্তত্বিরে ব্যাপারে মানুষরে ববিকে-বুদ্ধরি প্রমাণ: ববিকেবানমাত্রই বুঝতে পারে য,ে পৃথবিীর আদি থকেে অন্ত পর্যন্ত যত মাখলুকাত অতবিাহতি হয়ছেে বা হবে এদরে একজন স্রষ্টা থাকতইে হব।ে না থকেে কোন উপায় নইে। কনেনা, কোন সৃষ্টি যমেন নজিে নজিকেে অস্তত্বি দতিে পারে না, তমেনি দবৈক্রমে অস্তত্বিে আসাও সম্ভব নয়। সে নজিে নজিকেে অস্তত্বি দতিে পারবে না। কারণ কোন বস্তুই আপনাকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। অস্তত্বিে আসার আগে য

নজিে অস্তত্বিহীন ছলি, সে কভিাবে স্রষ্টা হবে? অনুরূপভাবে দবৈক্রমে হয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। কনেনা প্রতটিি ঘটনার, প্রতটিি কর্মরে পছেনে একজন কর্মকার থাকে। সর্বোপরি, এমন সুকৌশল-সুশৃঙ্খল-সুনয়িন্ত্রতি-সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতিতে পৃথবিী সৃষ্টি ও মানবজাতরি আবর্ভিাব এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এটি হলোফলোয় আপনাআপনি হয়নি। আপনাআপনি বশিৃঙ্খলভাবে অস্তত্বিে আসাই তো কোন কছিুর পক্ষে সম্ভব না, আর এভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে টকিে থাকা তো বহুদূররে কথা। সুতরাং সৃষ্টি যখন নজিে নজিকেে অস্তত্বি দানরে ক্ষমতা রাখে না, আপনাআপনি হয়ে যাওয়াও যখন অবাস্তব, তখন একথাই প্রমাণতি হয় যে, একজন অস্তত্বিদানকারী আছনে। আর তনিি হলনে, "আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।"

এই বুদ্ধবিৃত্তকি অকাট্য প্রমাণ বর্ণনায় আল্লাহ্ নজিে ইরশাদ করনে, "তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়ছে? নাকি তারা নজিরোই স্রষ্টা?" [সূরা তুর ৫২:৩৫] অর্থাৎ তারা স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়নি এবং তারা নজিরো নজিদেরেকে সৃষ্টি করনে। সুতরাং এ থকেে এ কথা প্রমাণতি হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদরেকে সৃষ্টি করছেনে। এ জন্য জুবাইর ইবনে মুতয়মি যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সূরা তূররে এ আয়াতগুলো পড়তে শুনলনে- "তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়ছে, নাকি তারা নজিরোই স্রষ্টা? তারা কি আকাশমণ্ডল ও পৃথবিী সৃষ্টি করছে? বরং তারা তো অবশ্বিাসী। তোমার প্রতপিালকরে ধনভাণ্ডার কি তাদরে নকিট আছ? না কি তারা এর নয়িন্ত্রক? "[সূরা তূর ৫২:৩৫-৩৭] তখন তনিি মুশরকি হওয়া সত্ত্বওে বলে উঠলনে: "আমার হৃদয় যনে উড়ে যাব। এ আয়াতগুলো আমার অন্তঃকরণে প্রথম ঈমানরে আলো জ্বালয়িে তুললো।"[বুখারী কয়কেটি স্থানে হাদসিটি উদ্ধৃত করছেনে]

একটি উদাহরণরে মাধ্যমে আমরা বষিয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারব- "আপনার কাছে এসে কউে একজন একটি সুরম্য অট্টালকিার গল্প করলো। যার চারদকিে পুষ্পশোভতি বাগান, পাদদশেে বইছে নয়নাভরিাম নহর, খাট-পালঙ্ক-গালচিায় সে উদ্যান সুসজ্জতি, সৌন্দর্য সখোনে চারদকিে ছড়য়িে পড়ছ। তারপর বলল, এই যে অট্টালকিা, আর তার চারপাশরে যাবতীয় সাজসজ্জা সব কন্তিু নজিে নজিে হয়ছে। কউে এগুলো তরৈী করনে। এ কথা শুনলে আপনি নঃিসন্দহেে লোকটকিে মথি্যাবাদী সাব্যস্ত করবনে এবং তার এ দাবীকে হসেে উড়য়িে দবিনে। তাই যদি হয়, তবে কভিাবে এ কথা মনেে নয়ো সম্ভব যে - এ সুবশিাল মহাবশি্ব, আকাশমণ্ডল, গ্রহ-নক্ষত্র-তারকারাজি, এত নখিুঁত এত নপিুণ সবকছিু কোন একজন সৃষ্টকির্তা ছাড়া আপনাআপনি তরৈী হয়ছে?

এক মরুচারী বদেুঈনরে মাথায়ও স্রষ্টার অস্তত্বিরে এ যুক্তনির্ভির প্রমাণটি অবলীলায় খলেে গয়িছেলিো। দ্বধিাহীন চত্তিে সে এটি প্রকাশ করছে। যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়ছেলিো, "কভিাবে তুমি তোমার রব্বকে চনিল?" সে বললো, "উটরে বষ্টিা দখেে আপনি বুঝে ননে যে এ পথে উট হঁটেছে। পায়রে চহ্নি দখেে আপনি বুঝে ননে যে, এ পথে কউে একজন চলছে। তাহলে স্তরে স্তরে সাজানো আকাশ, দশে-মহাদশেে বভিক্ত জমনি, তরঙ্গ বক্ষিুব্ধ উত্তাল সমুদ্র...এগুলো কনে প্রমাণ করবে না যে, একজন সর্বদ্রষ্টা সর্বশ্রোতা মহান সৃষ্টকির্তা অবশ্যই আছনে।

দ্বতিীয়ত: আল্লাহ্র কর্তৃত্ব ও প্রতপিালকত্বে বশি্বাস স্থাপন: অর্থাৎ এ বশি্বাসে অটল থাকতে হবে যে, আল্লাহ্

একমাত্র রব, একমাত্র প্রতপিালক। এই মহাবশি্ব পরচিালনায় তার আর কোন অংশীদার বা সহযোগী নইে।

রব (رب) বলা হয় তাঁকে যনিি সৃষ্টি করনে, পরচিালনা করনে এবং মালকিানা যার জন্য। সুতরাং – আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা নইে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মালকি নইে। তনিি ছাড়া আর কোন বশি্ব পরচিালকও নইে। পবত্রি কোরানে অনকে জায়গায় এ ঘোষণা বারবার উচ্চারতি হয়ছে - "জনেে রাখুন, সৃষ্টি করা ও হুকুমরে মালকি তনিি।" [সূরা আ'রাফ ৭:৫৪] "বলুন! তনিি কে, যনিি আসমান ও জমনি হতে তোমাদরেকে রজিকি পৌঁছয়িে থাকনে? অথবা কে তনিি, যনিি কর্ণ ও চক্ষুসমূহরে উপর পূর্ণ অধকিার রাখনে? আর তনিি কে, যনিি জীবতিকে মৃত থকেে আর মৃতকে জীবতি থকেে বরে করে আননে? আর তনিি কে, যনিি সমস্ত কার্যাদি পরচিালনা করনে? অবশ্যই তারা বলবে যে তনিি একমাত্র আল্লাহ্। সুতরাং আপনি বলুন, তবে কনে তোমরা তাঁকে ভয় করছ না।[সূরা ইউনুছ ১০:৩১] "তনিি আসমান থকেে যমীন পর্যন্ত সকল কার্য পরচিালনা করনে। তারপর তা একদনি তাঁর কাছইে উঠবে।"[সূরা হা-মীম সজেদা, ৩২:০৫] "তনিইি আল্লাহ্, তোমাদরে প্রতপিালক। সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই। আর তোমরা আল্লাহ্র পরবির্তে যাদরেকে ডাকো, তারা তো খজেুর আঁটরি উপরে পাতলা আবরণ বরাবর (অতি তুচ্ছ কছিুরও) মালকি নয়।"[সূরা ফাতরি ৩৫:১৩]

একটু মনোযোগ দয়িে লক্ষ্য করুন। সূরা ফাতহিায় আল্লাহ্ বলছেনে, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ অর্থাৎ "তনিি বচিার দবিসরে মালকি।" অন্য ক্বরোতে এসছে مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ অর্থাৎ "তনিি বচিার দবিসরে রাজা বা বাদশাহ।" এই দুটি ক্বরোতকে যদি আপনি একত্রতি করনে তাহলে চমৎকার একটি তাৎপর্য বরেয়িে আসব।ে রাজত্ব ও কর্তৃত্ব বুঝাতে "مَالِكِ" (অধকির্তা) শব্দরে চয়েে "مَلِكِ" (রাজা) শব্দটি বশেী প্রাঞ্জল ও অর্থবোধক। কন্িতু কখনো কখনো "مَلِكِ" (রাজা) দ্বারা শুধু নামসর্বস্ব কর্তৃত্বহীন রাজাকওে বুঝানো হয়। অর্থাৎ সে "مَلِكِ" বা বাদশাহ-ই কন্িতু তার হাতে কোন কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা না থাকায় তাকে "مَالِكِ" বা অধকির্তা বলা যায় না। এজন্য দুই ক্বরোতরে "مَالِكِ" ও "مَلِكِ" শব্দদ্বয় একত্র করলে আল্লাহ্র জন্য রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দুটোই নর্িধারতি হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্র উপাস্যত্বে বশি্বাস স্থাপন:

অর্থাৎ মনপ্রোণে একথা বশি্বাস করতে হবে য- আল্লাহ্ই একমাত্র ইলাহ্ তথা সত্য উপাস্য। উপাসনা প্রাপ্ততিে আর কউে তাঁর অংশীদার নয়। ইলাহ্ (إله) অর্থ হলোঃ সম্মান ও বড়ত্বরে কারণে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় যার উপাসনা করা হয়। আর এটাই মূলতঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ এর তাৎপর্য। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নইে। আল্লাহ্ বলনে, "আর তোমাদরে উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্। সইে দয়াময় ও পরম দয়ালু ছাড়া আর কোন উপাস্য নইে।"[সূরা বাকারা ২:১৬৩] আরো বলনে, "আল্লাহ্ সাক্ষ্য দচ্ছিনে য, নশ্চিয়ই তনিি ছাড়া আর কোন উপাস্য নইে এবং ফরেশেতাগণ ও জ্ঞানবানগণও এ সাক্ষ্য প্রদান কর।ে তনিি (আল্লাহ্) ন্যায় ও ইনসাফরে উপর প্রতষ্ঠিতি। তনিি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নইে। তনিি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[সূরা আলে ইমরান ৩:১৮]

আল্লাহ্কে বাদ দয়িে আর যা কছিুর ইবাদত করা হয়, কংিবা আল্লাহ্র সাথে আর যারই উপাসনা করা হয়...তার উপাস্যত্ব নঃিসন্দহেে বাতলি। কারণ তনিি ছাড়া আর কারো উপাসনা পাওয়ার অধকিার নইে। আল্লাহ্ বলনে, "আল্লাহ্, তনিইি একমাত্র সত্য। তারা তার পরবির্তে যাকে ডাকে, তা বাতলি। আর আল্লাহ্ সুউচ্চ, মহান।"[সূরা হজ্জ ২২:৬২]

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে إِلَٰه তথা উপাস্য বা দবেতা নাম দলিইে সে উপাসনা পাওয়ার উপযুক্ত হতে পারে না। "লাত, মানাত, উজ্জা-র" প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলনে, "এগুলোতো কতক নামমাত্র, যা তোমেরা এবং তোমোদরে পূর্বপুরুষরা রখেছে। যার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল প্ররেণ করনেনি।"[সূরা নাজম: ২৩] ইউসুফ (আঃ) এর গল্প বলতে গয়িে আল্লাহ্ ইরশাদ করনে, ইউসুফ কারাগারে তার দু'সঙ্গীকে বলছেলিনে, "ভন্নি ভন্নি বক্ষিপ্তি বহু প্রতপিালক শ্রয়ে? নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? তাঁকে বাদ দয়িে তোমেরা শুধু কতকগুলো নামরে ইবাদত করছো, যে সব নাম তোমেরা এবং তোমোদরে পূর্বপুরুষরা রখেছো। এইগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নাই।"[সূরা ইউসুফ ১২:৩৯-৪০]

সুতরাং, আল্লাহ্ ছাড়া আর কউে ইবাদতরে উপযুক্ত নয়। একমাত্র তাঁর জন্য ইবাদতকে একীভূত করতে হবে। কোন নকৈট্যপ্রাপ্ত ফরেশেতা, কংিবা প্ররেতি নবী, কংিবা অন্য কোন কছিুই এ ক্ষত্রেে তাঁর অংশীদার হতে পারে না। এজন্যই শুরু থকেে শষে পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলদরে দাওয়াতরে মূল শ্লোগান ছলি একটইি। "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নইে।" لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ আল্লাহ্ বলনে, "আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্ররেণ করি নাই, তার প্রতি ওহী ব্যতীত যে- আমি ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নইে। সুতরাং তোমেরা আমারই ইবাদত কর।"[সূরা আম্বয়িা, ২১:২৫] আল্লাহ্ আরো বলনে, "আমি প্রত্যকে জাতরি জন্য রাসূল পাঠয়িছে িএ জন্য যে, তোমেরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাগুতকে বর্জন করবে।"[সূরা নাহল, ১৬:৩৬] এতকছিুর পরও মুশরকিরা কভিাবে আল্লাহ্কে বাদ দয়িে অন্যান্য বাতলি উপাস্যদরে উপাসনা কর?!

চতুর্থত: আল্লাহ্র সুন্দর নাম ও সফিাতসমূহরে উপর বশি্বাস স্থাপন: অর্থাৎ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর নজিরে জন্য তাঁর কতিাবে বা তাঁর রাসূলরে সুন্নতে যে সমস্ত উপযুক্ত সুন্দর নাম ও সফিাত সাব্যস্ত করছেনে সগেুলোকে কোন ধরনরে তাহরীফ (تحريف_গুণকে বকিৃত করা), তা'তীল (تعطيل_গুণকে অস্বীকার করা), তাকয়ীফ (تكييف_গুণ বা বশৈষ্ট্যিরে অবয়ব নর্িধারণ করা) বা তামসীল (تمثيل_মাখলুকরে গুণরে সাথে সাদৃশ্য দয়ো) ছাড়া নঃিসঙ্কোচে মনেে নয়ো। আল্লাহ্ বলনে, "আর আল্লাহ্র সুন্দর সুন্দর ভালো নাম রয়ছে।ে সুতরাং তোমেরা তাঁকে সসেব নামইে ডাকবে। আর তাদরেকে বর্জন করো, যারা তাঁর নাম বকিৃত করে। অচরিইে তাদরেকে তাদরে কৃতকর্মরে প্রতফিল দয়ো হবে।"[সূরা আ'রাফ, ৭:১৮০] আল্লাহ্র জন্য সুনর্দিষ্টি সুন্দর নাম সাব্যস্ত থাকার ব্যাপারে এ আয়াতটি সুস্পষ্ট দলীল। আল্লাহ্ বলনে, "আকাশমণ্ডলী ও পৃথবিীতে সর্বোচ্চ গুণ তাঁরই এবং তনিইি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[সূরা রুম, ৩০:২৭] এ আয়াতটি আল্লাহ্র পরপিূর্ণ সফিাতসমূহ সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ। কনেনা, আয়াতে বর্ণতি الْمَثَلُ الْأَعْلَى অর্থ হলো الوصف الأكمل তথা পরপিূর্ণ গুণ। এ আয়াতদুটো আল্লাহ্র নাম ও সফিাতরে বষিয়টি আমভাবে সাব্যস্ত করে। পাশাপাশি এগুলোর বস্তিারতি বর্ণনা কোরানে ও

হাদসিে প্রচুর বদ্যিমান।

“আল্লাহ্র নাম ও সফিাতরে” অধ্যায়টি জ্ঞানরে এমন একটি শাখা যে বষিয়ে মুসলমি উম্মাহ চরম মতপার্থক্যে লপ্তি হয়ছে। এ মতপার্থক্যগুলোর সূত্র ধরে তারা নানা দল-উপদলে বভিক্ত হয়ছে। এই মতভদেপূর্ণ পচ্ছিলি পটভূমকিায় আমাদরে অবস্থান হলো আল্লাহ্র নর্দিশেতি “নরিাপদ অবস্থান।” তনিি বলনে, “যদি তোমাদরে মধ্যে কোন বষিয়ে কোন মতবরিোধ হয়, তবে আল্লাহ্ ও রাসূলরে দকিে প্রত্যাবর্ততি হও, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বশ্বিাস করে থাকো। এটাই কল্যাণকর ও শ্রষ্ঠেতর পরসিমাপ্তি।”[সূরা নসিা : ৫৯] সুতরাং, আমরা এ বষিয়ে যাবতীয় মতপার্থক্যকে আল্লাহ্র কতিাব ও তাঁর রাসূলরে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নতরে দকিে ফরিাই। পাশাপাশি এ ক্ষত্রেে আমাদরে সৎকর্মশীল পূর্বসূরি সাহাবায়ে করোম ও তাবয়েীদরে মতামতগুলো পর্যালোচনাপূর্বক গ্রহণ করি। কারণ তাঁরা ছলিনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলরে কথার তাৎপর্য বোঝার ক্ষত্রেে সবচয়েে যোগ্য ও বজ্ঞি ব্যক্তি। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সাহাবীদরে প্রশংসা করতে গয়িে কত সুন্দর করইে না বলছেনে: “তোমাদরে মধ্যে কউে যদি কোন পথ অনুসরণ করতে চায়, তবে সে যনে যাঁরা মারা গছেনে তাঁদরে পথ অনুসরণ কর। কারণ, জীবতিরা ফতেনার আশংকা থকেে নরিাপদ নয়। আর সে সব মৃতরা হলনে রাসূলরে সঙ্গী-সাথীরা। তাঁরা এ উম্মতরে মাঝে হৃদয়রে দকি থকেে সবচয়েে স্বচ্ছ ও পবত্রি, জ্ঞানরে দকি থকেে সবচয়েে গভীর, আর কৃত্রমি আচরণরে দকি থকেে সবচয়েে স্বল্প। তাঁরা এমন একদল লোক, যাঁদরেকে আল্লাহ্ তাঁর দ্বীন প্রতষ্ঠিার জন্য এবং তাঁর রাসূলরে সাহচর্যরে জন্য মনোনীত করছেনে। সুতরাং তাঁদরেকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করো। তাঁদরে অনুসৃত পথ আঁকড়ে ধরো। কারণ তাঁরা ছলিনে সঠকি পথরে উপর প্রতষ্ঠিতি।”

যে কউে এ অধ্যায়ে (আল্লাহ্র নাম ও সফিাত) সাহাবী ও তাবয়েীদরে দখোনো পথ থকেে সরে গয়িছে, সইে ভুল করছে। পথভ্রষ্ট হয়ছে। মুমনিদরে রাস্তা থকেে ছটিকে পড়ছে। এবং আল্লাহ্র সইে ঘোষতি শাস্তরি উপযুক্ত হয়ছে যাতে তনিি বলনে, “হদোয়তেরে পথ প্রকাশতি হওয়ার পরও যে ব্যক্তি রাসূলরে বরিুদ্ধাচরণ করে এবং মুমনিদরে পথ ছড়েে অন্য পথরে অনুগামী হয়, তবে সে যাতে নবিষ্টি আছে আমি তাকে তাতইে প্রত্যাবর্ততি করবো এবং তাকে জাহান্নামে নক্ষিপে করবো। আর সটো কতইনা নকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।”[সূরা নসিা ৪:১১৫]

আল্লাহ্ তায়ালা হদোয়তেরে জন্য শর্ত করে দয়িছেনে য, ঈমান হতে হবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গীদরে ঈমানরে মত। ইরশাদ হচ্ছ- “অনন্তর তোমরা যরেূপ বশ্বিাস স্থাপন করছে, তারাও যদি তদ্রূপ বশ্বিাস স্থাপন করে তবে নশ্চিয়ই তারা সুপথ প্রাপ্ত হব।”[সূরা বাকারাহ ২:১৩৭] বুঝা গলে তাদরে অনুসৃত পথ থকেে যে ব্যক্তি যত বশেী দূরে সরে যাব, তার হদোয়তে প্রাপ্তরি পরমিাণও সে হারে কমে আসব। সুতরাং আল্লাহ্র নাম ও সফিাতরে এ অধ্যায়ে আমাদরে জন্য আবশ্যক হলো-

- আমরা আল্লাহ্র জন্য কবেলমাত্র সে সব নাম ও সফিাত সাব্যস্ত করব, যা তনিি অথবা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাব্যস্ত করছেনে।

- এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসসমূহকে এর প্রকাশ্য অর্থের উপরে রাখব; রূপকার্থ খুঁজতে যাবো না।
- রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীরা এগুলোর ক্ষেত্রে যে রূপ বিশ্বাস রাখতেন, আমরাও তাই রাখব। কারণ তাঁরা ছিলেন উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী।

পাশাপাশি আমাদেরকে জেনে রাখতে হবে যে, এখানে চারটি বিষয় রয়েছে, যেগুলো বিপদসংকুল খাদের মত। যে ব্যক্তি এগুলোর কোনটায় পড়বে, আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাতের ব্যাপারে তার ঈমান যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবে না। এক্ষেত্রে ঈমানকে সঠিক মাত্রায় ধরে রাখতে হলে এ চারটি বিষয় থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। সেগুলো হল- তাহরীফ (গুণকে বিকৃত করা) , তা'তীল (গুণকে অস্বীকার করা), তামসীল (মাখলুকের গুণের সাথে সাদৃশ্য দেয়া) ও তাকয়ীফ (গুণ বা বৈশিষ্ট্যের অবয়ব নির্ধারণ করা)।

(১) তাহরীফ (تحريف)

আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাত সংক্রান্ত কোরান বা হাদিসের নস্‌সমূহকে (স্পষ্ট দলীলসমূহকে) এর সঠিক অর্থ থেকে পরিবর্তন করে অন্য দিকে সরিয়ে নেয়া, কিংবা অন্য অর্থ করা, যা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল উদ্দেশ্য করেননি। যেমন- (يد الله) তথা আল্লাহ্‌র হাত। আল্লাহ্‌র হাত থাকার সিফাতটি কোরান ও হাদিসের অনেক নস্‌ দ্বারাই প্রমাণিত। এখানে "হাত" কে নেয়ামত বা কুদরত অর্থে গ্রহণ করা তাহরীফ।

(২) তা'তীল (تعطيل)

আল্লাহর সকল নাম ও সিফাতকে অস্বীকার করা কিংবা এর কোন কোনটিকে অস্বীকার করাকে "তাতীল" বলে। সুতরাং কেউ যদি কোরান ও হাদিসে বর্ণিত আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাতসমূহের কোন একটিকেও মানতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলেই সে তার ঈমানকে যথার্থভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম হলো না।

(৩) তামসীল (تمثيل)

আল্লাহ্‌র কোন সিফাত বা বিশেষণকে সৃষ্টির সিফাতের সাথে সাদৃশ্য প্রদান করাকে "তামসীল" বলে। যেমন কেউ যদি বলে- 'আল্লাহ্‌র হাত মানুষের হাতের মত বা মাখলুক যেভাবে শুনে আল্লাহ্‌ও সেভাবে শোনেন কিংবা আল্লাহ্‌ আরশের উপরে সেভাবেই বসে আছেন যেভাবে মানুষ চেয়ারে বসে...'

সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের সাথে স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যকে তুলনা করা নিঃসন্দেহে বাতিল। আল্লাহ্‌ বলেছেন, "কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[সূরা শুরা: ১১]

(৪) তাকয়ীফ (تكييف)

আল্লাহ্‌র সফিাত তথা বশৈষ্ট্যিসমূহরে আকৃতি-প্রকৃতি ও হাকীকত নর্িধারণ করাকে "তাকয়ীফ" বলে। অর্থাৎ মানুষ তার কল্পনার দৌড় অনুযায়ী বা ভাষার চতুরতার আশ্রয় নয়িে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর ধরণ নর্িধারণ করা। এটা অকাট্যভাবে নষিদ্ধি ও বাতলি। মানুষরে পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় আল্লাহ্‌র সফিাতরে বশৈষ্ট্যি জানা। আল্লাহ বলনে, "তারা জ্ঞান দয়িে তাঁকে আয়ত্ত করতে পারব না।"[সূরা ত্বহা: ১১০]

'ঈমান বল্লিাহ্' এর এ চারটি দকি যে ব্যক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পরেছে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি যথাযথভাবে ঈমান এনছে।

মহান আল্লাহ্ আমাদরেকে ঈমানরে উপর অবচিল রাখুন। আর তনিইি সর্বজ্ঞ।

দখেুন: শায়খ উছাইমনি রচতি "শারহুল উছুললি ঈমান"।